সচরাচর জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নাবলী (FAQs)

আমাদের কার্যক্রম 2
ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন 3
ভোটদানের পদ্ধতি 5
সশরীরে ভোটদান 6
ফটো ভোটার আইডি 7
ফটোযুক্ত ভোটার আইডি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য 10
ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট সম্পর্কে আরও তথ্য 11
ডাকযোগে এবং প্রক্সির মাধ্যমে ভোটদান 12
বেনামে ভোট দেওয়া 13
ভোট নিবন্ধনের সুবিধা, ভোটদান পদ্ধতি ও তথ্য সুরক্ষা 15
ভোটদান পদ্ধতি 16
আমার তথ্য 16
আইনি ও ডিজিটাল ইমপ্রিন্ট 16
ভোটারদের জন্য আরও সহজলভ্য রিসোর্স ও অন্যান্য সাহায্য 17

আমাদের কার্যক্রম

বৃহত্তর লন্ডন কর্তৃপক্ষ কারা?

বৃহত্তর লন্ডন কর্তৃপক্ষ (Greater London Authority - GLA), বা লন্ডন সিটি হল বলতে লন্ডনের আঞ্চলিক সরকারকে বুঝানো হয়। এর প্রশাসনিক এখতিয়ার ও কার্যপরিধি বৃহত্তর লন্ডন ও লন্ডন শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। লন্ডনের মেয়র এবং লন্ডন অ্যাসেম্বলির সমন্বয়ে GLA গঠিত হয়।

শাউট আউট ইউকে (Shout Out UK) কারা?

শাউট আউট ইউকে (Shout Out UK - SOUK) একটি নিরপেক্ষ সৃজনশীল সামাজিক উদ্যোগ। তরুণদের মধ্যে গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। 2020 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত, GLA এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'লন্ডন ভোটার নিবন্ধন সপ্তাহ' (London Voter Registration Week) এবং GLA এর সার্বিক নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ কর্মসূচির প্রধান বাস্তবায়নকারী সহযোগী হিসেবে শাউট আউট ইউকে দায়িত্ব পালন করেছে।

GLA নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ কর্মসূচি বলতে কী বোঝায়?

বৃহত্তর লন্ডন কর্তৃপক্ষের (GLA) নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ কর্মসূচি হলো একটি দলনিরপেক্ষ, বছরব্যাপী চলমান বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রচারণার একটি সমন্বিত উদ্যোগ। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো লন্ডনের সকল অধিবাসীকে, বিশেষত লন্ডনের সেইসব অধিবাসী, যাদের নিবন্ধন তুলনামূলকভাবে কম অথবা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত, তাদের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে ও সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করা।

GLA-এর নেতৃত্বাধীন এই কর্মসূচিটি নির্বাচন কমিশন (Electoral Commission) এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোর সাথে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বর্তমানে, শাউট আউট ইউকে (SOUK) নামক একটি কমিউনিটি ডেলিভারি পার্টনার এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। এই কর্মসূচির তথ্য উপকরণ ও কার্যক্রমগুলো স্বল্প-প্রতিনিধিত্বশীল জনগোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে পরিকল্পনা করা হয় এবং লন্ডনজুড়ে বিস্তৃত অংশীদার ও সমর্থকদের এক ব্যাপক জোটের সহযোগিতায় অনলাইন ও অফলাইনে বাস্তবায়িত হয়।

এর পাশাপাশি, এই কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও পরিপূরক করতে, GLA-এর গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ অনুদান কর্মসূচির (GLA Democratic Participation grants programme) আওতায় অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন ও পরিচিত পরিবেশে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য GLA ডেমোক্রেসি হাব থেকে জানা যাবে: https://registertovote.london/

কর্মসূচি অনুসারে নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

- নাগরিক অংশগ্রহণ = নাগরিক জীবনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার সক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ: কোনো সামাজিক বা নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ ও তাতে সমর্থন জ্ঞাপন (যেমন, আবেদনপত্র বা দাবিসনদে স্বাক্ষর), শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত প্রতিবাদে অংশগ্রহণ, গোষ্ঠীগত বা সামাজিক সংগঠন পরিচালনা, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডে যোগদান প্রভৃতি।
- গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ = দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ: নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, ভোট দেওয়ার জন্য নাম নিবন্ধন করা এবং (যোগ্যতা সাপেক্ষে) ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, বিচার-বিবেচনামূলক ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে (যেমন, নাগরিক সভা বা সিটিজেনস অ্যাসেম্বলি) সক্রিয় ভূমিকা রাখা ইত্যাদি।

লন্ডন ভোটার নিবন্ধন সপ্তাহ (LVRW) কী?

এটা প্রতি বছর হয়, আর এটা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রচার নয়, নিরপেক্ষ একটি প্রোগ্রাম। কোনো নির্দিষ্ট নির্বাচন নিয়েও এটা নয়। একটি ডেলিভারি পার্টনার, লন্ডন ভোটার রেজিস্ট্রেশন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ নামক একটি ডেলিভারি পার্টনার আর আরও কিছু সমর্থকদের সাথে মিলে গ্রেটার লন্ডন অথরিটি এটা পরিচালনা করে থাকে। সাধারণত সেপ্টেম্বরে এটা হয়ে থাকে। এর কাজ হলো লন্ডনবাসীদের – বিশেষ করে যারা কম নিবন্ধন করেছেন বা যাদের কথা কম শোনা হয় – তাদের ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে আর অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো পেতে সাহায্য করা আর তাদেরকে উৎসাহ দেয়া।

লন্ডন গণতন্ত্র সপ্তাহ কী?

লন্ডন গণতন্ত্র সপ্তাহ (LDW) প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়, আর এটাও কোনো রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়, একদম নিরপেক্ষ প্রোগ্রাম। গ্রেটার লন্ডন অথরিটি একটি কমিউনিটি ডেলিভারি পার্টনারের সাথে মিলে এটা পরিচালনা করে। এটা প্রথমবার 2025 সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য হলো লন্ডনবাসীদের – বিশেষ করে যারা কম নিবন্ধন করেছেন বা যাদের কথা কম শোনা হয় – তাদের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো জানানো আর যারা লন্ডনের গণতন্ত্রকে আরও এগিয়ে নিতে চান, তাদের একজোট করা।

ভোটার আইডি জনসচেতনতা ক্যাম্পেইন কী ছিল?

নির্বাচন আইন (2022) আমাদের ভোট দেওয়ার পদ্ধতিতে আর কারা ভোট দিতে পারবেন, তাতে কিছু পরিবর্তন এনেছে।

গ্রেটার লন্ডন অথরিটি আর বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লন্ডনের সব বরোর নির্বাচনী পরিষেবাগুলো একসাথে মিলে একটি নিরপেক্ষ জনসচেতনতা ক্যাম্পেইন চালিয়েছিল। এই ক্যাম্পেইন যোগ্য লন্ডনবাসীদেরকে - বিশেষ করে সব স্তরের কম নিবন্ধন করা আর কম প্রতিনিধিত্বশীল লন্ডনবাসীদেরকে, নিম্নোক্ত বিশাল এই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানিয়েছে, যেমন:

- লন্ডনে পার্লামেন্ট/সাধারণ নির্বাচন, স্থানীয়/এলাকার নির্বাচন, আর লন্ডনের মেয়র/লন্ডন অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে নিজে গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- কিছু ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) লন্ডনবাসীর ভোটের অধিকারে পরিবর্তন এসেছে।
- ডাকযোগে আর প্রক্সি ভোটের আবেদনে পরিবর্তন এসেছে।

এসব দরকারি জিনিসপত্র এখনও এখানে পাওয়া যাবে: www.registertovote.london/our-work/voter-id-campaign

আমরা কেন এটা করছি / লন্ডনবাসীরা কীভাবে এর ফল পাবে?

নির্বাচন আইন (2022) গণতান্ত্রিক অধিকারে যে পরিবর্তনগুলো এনেছে, সেগুলো ইতোমধ্যেই কম-নিবন্ধিত আর কম-প্রতিনিধিত্বশীল লন্ডনবাসীদের জন্য বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই কোভিড-19 মহামারী আর জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সংকটে অন্যদের চেয়ে বেশি ভুগেছেন।

যুক্তরাজ্যের অন্যান্য এলাকা আর দেশের তুলনায় লন্ডনে ভোটার নিবন্ধনের হার ইতোমধ্যেই সবচেয়ে কম। এ বিষয়ে আরও জানতে ভিজিট করুন: https://data.london.gov.uk/dataset/survey-of-londoners-2021-22

জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন (ফেব্রুয়ারি 2022), ট্রাস্ট ফর লন্ডন এবং দ্য থ্রি মিলিয়ন ("লন্ডন ভয়েসেস: দ্য জার্নি টু ফুল পার্টিসিপেশন", ডিসেম্বর 2021) আর GLA পোলিং (আগস্ট 2022 থেকে জানুয়ারি 2025 এর মধ্যে) থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে যে, নিম্নোক্ত মানুষ ও উক্ত কমিউনিটির সদস্যদের ভোট দেওয়ার জন্য স্বীকৃত ফটো আইডি থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। তাদের মধ্যে রয়েছে:

- তরুণ লন্ডনবাসী (18-5 বছর বয়সী)
- কৃষ্ণাঙ্গ, এশীয়, সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী আর অভিবাসী লন্ডনবাসী, যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের লন্ডনবাসীরাও আছেন
- যারা কানে শুনতে পান না বা কম শুনতে পান এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী লন্ডনবাসী
- বয়স্ক লন্ডনবাসী
- LGBTQIA+ লন্ডনবাসী, বিশেষ করে ট্রান্স আর নন-বাইনারি লন্ডনবাসী
- কম আয়ের লন্ডনবাসী
- যারা সামাজিক বা ব্যক্তিগতভাবে ভাড়া বাড়িতে থাকেন এবং যাদের থাকার জায়গা ঠিক নেই, যেমন গৃহহীন লন্ডনবাসী।

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন

লন্ডনে কারা নিবন্ধন করতে আর ভোট দিতে পারবেন?

আপনি যদি লন্ডনের বাসিন্দা হন (মানে সাধারণত লন্ডনেই থাকেন) আর আপনার বয়স 16 বছর বা তার বেশি হয়, তাহলে আপনি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন (তবে 18 বছর না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না)।

এখনকার নিয়ম অনুযায়ী, ব্রিটিশ, আইরিশ, যোগ্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিক, যোগ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) নাগরিক এবং লন্ডনে বসবাসকারী EU নাগরিক যাদের ভোটের অধিকার এখনও আছে, তারা নিবন্ধন করতে আর ভোট দিতে পারবেন।

একটি নতুন আইন হয়েছে, ব্রিটিশ জাতীয়তা (এসওয়াতিনি, গ্যাবন এবং টোগো) অর্ডার 2023 (British Nationality (Eswatini, Gabon and Togo) Order 2023), যেটা 15 ডিসেম্বর 2023 থেকে চালু হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, টোগো আর গ্যাবন-এর নাগরিকরা এখন যোগ্য কমনওয়েলথ নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন।

যারা ব্রিটিশ নাগরিক কিন্তু বিদেশে থাকেন আর আগে লন্ডনে থাকতেন বা ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিলেন, তারা লন্ডনে তাদের আগের শেষ ঠিকানা ব্যবহার করে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিবন্ধন করতে আর ভোট দিতে পারবেন।

আপনি আপনার যোগ্যতা এখানে চেক করে নিতে পারেন:
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/which-elections-can-i-vote

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) লন্ডনবাসীরা কি এখনও নিবন্ধন করতে আর ভোট দিতে পারবেন?

আপনি যদি একজন যোগ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) নাগরিক হন অথবা এমন EU নাগরিক হন যার ভোটের অধিকার এখনও আছে, আপনার বয়স 16 বছরের বেশি হয় আর আপনি লন্ডনে থাকেন, তাহলে আপনি লন্ডনে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন।

যোগ্য EU নাগরিক আর 18+ বছর বয়সী EU নাগরিক যাদের ভোটের অধিকার এখনও আছে, তারা স্থানীয় নির্বাচনে, যেমন লন্ডন বরো কাউন্সিল নির্বাচন আর লন্ডনের মেয়র/লন্ডন অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

একজন "যোগ্য EU নাগরিক" হলেন ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, পোল্যান্ড, পর্তুগাল বা স্পেনের এমন একজন EU নাগরিক যার যুক্তরাজ্য, চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যানে ঢোকা বা থাকার অনুমতি আছে, অথবা যার অনুমতির দরকার নেই।

সংরক্ষিত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত একজন EU নাগরিক হলেন অন্য যেকোনো EU দেশের এমন একজন নাগরিক যার 31 ডিসেম্বর 2020 বা তার আগে যুক্তরাজ্য, চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যানে ঢোকা বা থাকার অনুমতি ছিল, অথবা যার অনুমতির দরকার ছিল না, আর সেটা কোনো বিরতি ছাড়াই এখনও চলছে।

যুক্তরাজ্য, চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যানে ঢোকা বা থাকার অনুমতি (লিভ টু এন্টার বা রিমেইন নামেও পরিচিত) একটি আইনি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসকে বোঝায়।

আপনি আপনার যোগ্যতা আর কোন কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন, সেটা এখানে চেক করতে পারেন: www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/who-can-vote/other-registration-options/voting-if-youre-eu-citizen-living-uk

নিবন্ধন আর ভোট দেওয়ার জন্য কি আমার বয়স 18 হতেই হবে?

না, এটা একটি সাধারণ ভুল ধারণা। লন্ডনে আর ইংল্যান্ডের বাকি অংশে, আপনি 16 বছর বয়স থেকেই ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন, কিন্তু আপনি 18 বছর না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।

আমার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। আমি কি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারব?

হ্যাঁ, পারবেন। অনেকেরই কোনো নির্দিষ্ট বা পার্মানেন্ট ঠিকানা থাকে না, আর কেউ কেউ গৃহহীনও হতে পারেন। আপনি "স্থানীয় সম্পর্কের ঘোষণা" দিয়ে এমন একটি জায়গায় নিবন্ধন করতে পারবেন যেখানে আপনার সবচেয়ে বেশি স্থানীয় যোগাযোগ আছে বা আপনি আপনার বেশিরভাগ সময় সেখানে কাটান। এইভাবে নিবন্ধন করার জন্য একটি আলাদা ফর্ম আছে – আপনি সেটা এখানে খুঁজে পাবেন: https://www.gov.uk/government/publications/register-to-vote-if-you-havent-got-a-fixed-or-permanent-address

আমি যদি বিদেশে থাকি তাহলে কি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারব?

যারা ব্রিটিশ নাগরিক কিন্তু বিদেশে থাকেন আর আগে লন্ডনে থাকতেন বা ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিলেন, তারা লন্ডনে তাদের আগের শেষ ঠিকানা ব্যবহার করে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিবন্ধন করতে আর ভোট দিতে পারবেন।

আপনি এখানে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন: https://www.gov.uk/register-to-vote

নির্বাচনী পরিষেবাগুলো আপনার পরিচয় যাচাই করবে আর আপনি আগে লন্ডনের দেওয়া ঠিকানায় থাকতেন বা নিবন্ধন করেছিলেন কিনা, সেটা চেক করবে।

আপনি যদি বিদেশী ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করেন, নির্বাচনের দিন লন্ডনে থাকলে আপনি নিজে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন অথবা ডাকযোগে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিদেশী ভোটারদের নিবন্ধন প্রতি 3 বছর পর পর নবায়ন করতে হয়।

আপনি এই ব্যাপারে আরও জানতে পারেন এখানে: https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/who-can-vote/other-registration-options/voting-if-you-live-overseas

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে আমার কি আইডির প্রমাণ হিসেবে কিছু জমা দিতে হবে?

ভোটার নিবন্ধনের সব নতুন আবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। তথ্যের মিল খুঁজে পাওয়া না গেলে আপনাকে 'পরিচয়ের প্রমাণ' জমা দেওয়ার জন্য বলা হয় হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে এর উত্তর দিতে হবে, না হলে কিন্তু আপনার আবেদন বাতিল হয়ে যেতে পারে।

পরিচয়ের প্রমাণ আপনার বরোর নির্বাচনী পরিষেবা অফিসে অনলাইনে অথবা প্রিন্ট কপি আকারে জমা দিতে হবে। আপনি নিচের এইগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি জমা দিতে পারেন:

- একটি “প্রধান পরিচয়পত্র”, অথবা
- একটি “বিশ্বস্ত সরকারি ডকুমেন্ট” এর সাথে দুটো “আর্থিক বা সামাজিক ইতিহাসের ডকুমেন্ট” অথবা
- চারটি “আর্থিক বা সামাজিক ইতিহাসের ডকুমেন্ট”

প্রধান পরিচয়পত্রসমূহ	
ডকুমেন্ট	নোট
পাসপোর্ট	যেকোনও বর্তমান পাসপোর্ট
বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট	শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য কর্তৃক ইস্যুকৃত
EEA (ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল) পরিচয়পত্র	অবশ্যই মেয়াদ থাকতে হবে
বর্তমান ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটো কার্ড অংশ	যুক্তরাজ্য/আইল অফ ম্যান/চ্যানেল আইল্যান্ডস (সম্পূর্ণ বা শিক্ষানবিশ)

উত্তর আয়ারল্যান্ড নির্বাচনী আইডি কার্ড	

বিশ্বস্ত সরকারি ডকুমেন্ট	
ডকুমেন্ট	**নোট**
বর্তমান ড্রাইভিং লাইসেন্সের পুরানো ধাচের কাগজের সংস্করণ	শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য
বর্তমান ফটো ড্রাইভিং লাইসেন্স	যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি ছাড়া অন্য যেকোনো
জন্ম সনদ	শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি
বিবাহ বা সিভিল পার্টনারশিপ সনদ	শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি
দত্তক গ্রহণ সনদ	শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি
আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স	শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি
পুলিশ বেইল শিট	শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি

আর্থিক বা সামাজিক ইতিহাসের ডকুমেন্ট		
ডকুমেন্ট	**নোট**	**ইস্যুর তারিখ এবং মেয়াদ**
মর্টগেজ স্টেটমেন্ট	যুক্তরাজ্য, ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি, অথবা EEA	বিগত 12 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
ব্যাংক বা বিল্ডিং সোসাইটির স্টেটমেন্ট	যুক্তরাজ্য, ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি, অথবা EEA	বিগত 3 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
ব্যাংক বা বিল্ডিং সোসাইটি অ্যাকাউন্ট খোলার নিশ্চয়তা পত্র	যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি	বিগত 3 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট	যুক্তরাজ্য, ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি, অথবা EEA	বিগত 3 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
আর্থিক বিবরণী (যেমন, পেনশন বা এনডাওমেন্ট)	যুক্তরাজ্য, ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি, অথবা EEA	বিগত ১২ মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
কাউন্সিল ট্যাক্স স্টেটমেন্ট	যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি	বিগত ১২ মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
ইউটিলিটি বিল (মোবাইল ফোন বিল ব্যতীত)	যুক্তরাজ্য এবং ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি	বিগত 3 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
P45 বা P60 স্টেটমেন্ট	যুক্তরাজ্য, ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি, অথবা EEA	বিগত 12 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
বেনিফিট স্টেটমেন্ট (যেমন, শিশু সুবিধা, পেনশন)	যুক্তরাজ্য, ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি, অথবা EEA	বিগত 3 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত
কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকার, সরকারি সংস্থা, বা স্থানীয় সরকার বিভাগের এনটাইটেলমেন্ট প্রদানকারী নথি (যেমন, DWP, জব সেন্টার প্লাস, HMRC থেকে নেয়া)	যুক্তরাজ্য, ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি, অথবা EEA	বিগত 3 মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত

আমার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর নেই। আমি কি তবুও ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারব?

হ্যাঁ, আপনি অনলাইন ভোটার নিবন্ধন পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন, তবে আপনাকে আপনার যোগাযোগের তথ্য দিয়ে আসতে হবে। আপনার কাউন্সিল নির্বাচনী পরিষেবা তখন আপনার সাথে যোগাযোগ করে অন্য কোনো উপায়ে আপনার পরিচয় নিশ্চিত করে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করবে। যেমন, আপনাকে হয়তো জন্ম সনদ, ইউটিলিটি বিল বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে বলতে পারে। এর মানে হলো, আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর হাতের কাছে না থাকলেও আপনি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন।

আমি কীভাবে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করব?

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে আপনি www.gov.uk/register-to-vote ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন ফর্মটি পূরণ করতে পারেন। এতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে। আপনার শুধু দরকার হবে আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স (NI) নম্বর। আপনার NI নম্বর নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় একটি ইউনিক আইডেন্টিফায়ার হিসেবে কাজ করে, যেটা দিয়ে আপনি কে, তা নিশ্চিত করা সবচেয়ে সহজ আর তাড়াতাড়ি হয়। তবে আপনার যদি NI নম্বর জানা না থাকে বা না-ও থাকে, তাহলেও চিন্তা নেই – অনলাইনে নিবন্ধন করার সময় শুধু আপনার কন্টাক্ট ডিটেইলস দিয়ে যান, আর আপনার স্থানীয় কাউন্সিল নির্বাচনী পরিষেবা আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেবে।

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করার কি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে?

আপনি যেকোনো সময়ই ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন। তবে, আপনার নিবন্ধনের আবেদন সবসময় সাথে সাথে প্রসেস করা হয় না, তাই সামনে কোনো নির্বাচন থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিবন্ধন করে ফেলাই ভালো। কোনো একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনে ভোটার নিবন্ধনের শেষ সময় কবে সেটা আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে, তবে সাধারণত নির্বাচনের দিনের প্রায় দুই সপ্তাহ আগে এই সময়সীমা শেষ হয়।

একবার ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করলে, আমি কি সারা জীবনের জন্য নিবন্ধিত হয়ে যাব?

না, আপনি যদি কখনো আপনার ঠিকানা, আপনার আইনি নাম বা আপনার জাতীয়তা পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আবার ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে হবে। যাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে, তাদের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার পর আবার নিবন্ধন করা উচিত কারণ এতে পুরো ভোটের অধিকার পাওয়া যায়।

আমি যদি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করি, তাহলে কি আমাকে ভোট দিতেই হবে?

যুক্তরাজ্যে ভোট দেওয়া কিন্তু বাধ্যতামূলক না। সুতরাং, আপনি যদি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেন, তাহলে আপনি ভোট দেবেন কি দেবেন না, সেটা আপনার ইচ্ছা। তবে আপনি যদি প্রথমেই ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন না করেন, তাহলে কিন্তু আপনি ভোট দিতে পারবেন না।

ভোটদানের পদ্ধতি

আমি কোন কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারব?

আপনি যদি একজন ব্রিটিশ, আইরিশ বা যোগ্য কমনওয়েলথ নাগরিক হন, আপনার বয়স 18 বছরের বেশি হয় আর আপনি লন্ডনে থাকেন, তাহলে আপনি যুক্তরাজ্যের সাধারণ/পার্লামেন্ট নির্বাচন আর গণভোট, লন্ডনের স্থানীয়/বারো কাউন্সিল নির্বাচন আর লন্ডনের মেয়র/লন্ডন অ্যাসেম্বলি নির্বাচন সহ সব নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

আপনি যদি একজন যোগ্য ইউরোপীয় নাগরিক (EU) অথবা যাদের অধিকার এখনও আছে এমন EU নাগরিক হন, আপনার বয়স 18 বছরের বেশি হয় আর আপনি লন্ডনে থাকেন, তাহলে আপনি শুধু স্থানীয় নির্বাচনে, যেমন লন্ডন বরো কাউন্সিল নির্বাচন আর লন্ডনের মেয়র/লন্ডন অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

একজন "যোগ্য EU নাগরিক" হলেন ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, পোল্যান্ড, পর্তুগাল বা স্পেনের এমন একজন EU নাগরিক যার যুক্তরাজ্য, চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যানে ঢোকা বা থাকার অনুমতি আছে, অথবা যার অনুমতির দরকার নেই।

সংরক্ষিত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত একজন EU নাগরিক হলেন অন্য যেকোনো EU দেশের এমন একজন নাগরিক যার 31 ডিসেম্বর 2020 বা তার আগে যুক্তরাজ্য, চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যানে ঢোকা বা থাকার অনুমতি ছিল, অথবা যার অনুমতির দরকার ছিল না, আর সেটা কোনো বিরতি ছাড়াই এখনও চলছে।

যুক্তরাজ্য, চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যানে ঢোকা বা থাকার অনুমতি (লিভ টু এন্টার বা রিমেইন নামেও পরিচিত) একটি আইনি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসকে বোঝায়।

আপডেটেড তথ্যের জন্য দেখুন: https://www.electoralcommission.org.uk/

ভোট দেওয়ার বিভিন্ন উপায় কী কী?

একবার ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করলে, আপনি ভোট দিতে পারেন:

- নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে নিজে গিয়ে;
- ডাকযোগে, যদি আপনি নির্বাচনের দিন থাকতে না পারেন, যেমন, যদি আপনি ছুটিতে থাকেন;
- প্রক্সির মাধ্যমে, যার মানে হলো আপনার বিশ্বস্ত অন্য কাউকে আপনার হয়ে ভোট দিতে বলা, যেমন যদি আপনি অসুস্থ থাকেন।

প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারেন: https://www.gov.uk/apply-proxy-vote

ডাকযোগে ভোট দেওয়ার জন্য, আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারেন: https://www.gov.uk/apply-postal-vote

আপনি যদি অনলাইনে আবেদন করতে না পারেন, তাহলে আপনি https://www.gov.uk/government/collections/proxy-voting-application-forms থেকে প্রক্সি ভোটের আবেদন ফর্ম অথবা https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-postal-vote থেকে ডাকযোগে ভোটের আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে সেটা পূরণ করতে পারেন এবং এটা আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন (electoral registration) অফিসে পাঠাতে পারেন। অথবা ডাকযোগে একটি আবেদন ফর্ম পাঠানোর জন্য অনুরোধও করতে পারেন।

আপনি আপনার এলাকার নির্বাচনী পরিষেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে খুঁজে পাবেন: https://www.gov.uk/contact-electoral-registration-office

সব ধরনের ভোটের জন্য কি আমার ফটো আইডি লাগবে?

না, ডাকযোগে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে ছবিসহ আইডি দেখাতে হবে না।

তবে, আপনার প্রক্সি যখন আপনার হয়ে ভোটকেন্দ্রে ভোট দেবেন, তখন তাদের নিজেদের ছবিসহ আইডি দেখাতে হবে। ভোটকেন্দ্রে নিজে গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য আপনার একটি স্বীকৃত ফটো আইডি লাগবে।

প্রক্সি বা ডাকযোগে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে: https://www.gov.uk/apply-proxy-vote অথবা https://www.gov.uk/apply-postal-vote

আপনি যদি অনলাইনে আবেদন করতে না পারেন, তাহলে আপনি https://www.gov.uk/government/collections/proxy-voting-application-forms থেকে প্রক্সি ভোটের আবেদন ফর্ম অথবা https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-postal-vote থেকে ডাকযোগে ভোটের আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে সেটা পূরণ করতে পারেন এবং এটা আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসে পাঠাতে পারেন। অথবা ডাকযোগে একটি আবেদন ফর্ম পাঠানোর জন্য অনুরোধও করতে পারেন।

আপনি আপনার এলাকার নির্বাচনী পরিষেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে খুঁজে পাবেন: https://www.gov.uk/contact-electoral-registration-office

সশরীরে ভোটদান

আমি আমার ভোটকেন্দ্র কিভাবে খুঁজে পাব?

আপনি যদি নিজে গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করে থাকেন, নির্বাচনের দিনের আগে আপনার নিবন্ধিত ঠিকানায় একটি পোলিং কার্ড পাঠানো হবে। এই কার্ডে আপনার জন্য ঠিক করা ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা থাকবে – আপনি শুধু সেই ভোটকেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন। আর এটা সম্ভবত কোনো স্থানীয় সরকারি বিল্ডিং যেমন স্কুল, ধর্মীয় জায়গা বা কমিউনিটি সেন্টার হবে। নির্বাচনের দিন সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত এটা খোলা থাকবে। যদি আপনি আপনার পোলিং কার্ড হারিয়ে ফেলেন, তাহলেও চিন্তা নেই – ভোট দেওয়ার জন্য ওটার দরকার নেই (যদি না আপনি নাম গোপন রেখে মানে বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করে থাকেন)। আপনি আপনার পোস্টকোডটা এখানে দিয়ে আপনার ভোটকেন্দ্র খুঁজে নিতে পারেন: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

ভোটকেন্দ্রে কী হবে?

নির্বাচনের দিন সব ভোটকেন্দ্র সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে। কিছু কেন্দ্রে এমন লোক থাকতে পারে যারা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে ঢোকার আগে স্বাগতম জানাবেন আর জিজ্ঞেস করবেন যে তারা সশরীরে ভোট দেওয়ার জন্য স্বীকৃত কোনও ফটো আইডি সাথে এনেছেন কিনা।

ভোটকেন্দ্রে ঢোকার পরে আপনি মোটামুটি এই জিনিসগুলো আশা করতে পারেন:

- একজন কর্মী আপনার নাম আর ঠিকানা জিজ্ঞেস করবেন এবং আপনি ভোটার তালিকায় আছেন কিনা সেটা চেক করবেন।
- তারা আপনার ছবিসহ আইডি দেখতে চাইবেন, সেটা স্বীকৃত কিনা (আরও তথ্যের জন্য: https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/voter-id/accepted-forms-photo-id আর সেটা আপনার ছবির সাথে মিলছে কিনা, তা চেক করবেন। আপনি যদি নাম গোপন রেখে মানে বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করে থাকেন (আরও তথ্যের জন্য: https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/who-can-vote/register-vote/register-vote-anonymously আপনাকে আপনার পোল কার্ড আর অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট (AED) দেখাতে বলা হবে। এটা ভোটকেন্দ্রের ওপর নির্ভর করে একটি আলাদা ঘর বা একটি পর্দা দিয়ে আলাদা করা কোনো জায়গা হতে পারে। আপনি যদি চান আপনার ছবিসহ আইডি প্রাইভেটভাবে দেখা হোক, তার জন্য একটি আলাদা জায়গার ব্যবস্থা থাকবে।
- আপনার ছবিসহ আইডি ঠিকঠাকভাবে চেক করার পর, কর্মী নিবন্ধন থেকে আপনার নাম কেটে দেবেন আর আপনাকে একটি ব্যালট পেপার দেবেন যেখানে আপনি যাদের ভোট দিতে পারবেন তাদের নাম থাকবে। যদি আপনার এলাকায় একই দিনে একাধিক নির্বাচন হয়, তাহলে আপনাকে একাধিক ব্যালট পেপার দেওয়া হতে পারে।
- আপনার ব্যালট পেপার (বা পেপারগুলো) একটি পোলিং বুথে নিয়ে যান, যাতে আপনি গোপনে ভোট দিতে পারেন। ব্যালট পেপারের নিয়মগুলো মন দিয়ে পড়ুন। কিছু নির্বাচনে আলাদা ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, তাই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি প্রত্যেকটা ব্যালট পেপার ঠিকভাবে পূরণ করছেন।
- পোলিং বুথে দেওয়া পেন্সিল ব্যবহার করে আপনার ব্যালট পেপার পূরণ করুন। আপনি চাইলে নিজের কলমও ব্যবহার করতে পারেন। পেপারে অন্য কিছু লিখবেন না, না হলে আপনার ভোট গণনা করা নাও হতে পারে। যদি আপনি ভুল করেন, আপনার ব্যালট পেপারটা ব্যালট বাক্সে ফেলবেন না। ভোটকেন্দ্রের কর্মীদের কাছ থেকে একটি নতুন ব্যালট পেপার চেয়ে নিন আর সেটা আবার পূরণ করুন।
- আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, পূরণ করা ব্যালট পেপারটি সাবধানে ভাঁজ করে ব্যালট বাক্সে রেখে দিন।

ফটো ভোটার আইডি

ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডি দেখানোর পাশাপাশি কি আমাকে এখনও ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে হবে?

হ্যাঁ, আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার কাজে লাগানোর প্রথম ধাপই হলো ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করা। নির্বাচনের দিনের অনেক আগেই আপনাকে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে হবে, তাই আগে থেকেই তৈরি থাকুন!

সশরীরে ভোট দেওয়ার জন্য কোন ধরনের ছবিসহ পরিচয়পত্র (ফটো আইডি) চলবে?

ভোট দেওয়ার জন্য যে কোনো ধরনের ছবিসহ আইডি দেখালেই কিন্তু হবে না। লন্ডনবাসীদের ভোট দেওয়ার জন্য আইনিভাবে স্বীকৃত নীচের এই ছবিসহ আইডিগুলোর মধ্যে একটি থাকতে হবে আর দেখাতে হবে:

- একটি ইউকে পাসপোর্ট
- ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEA) বা কমনওয়েলথভুক্ত কোনো দেশের দেওয়া পাসপোর্ট
- EEA-ভুক্ত কোনো দেশের দেওয়া জাতীয় পরিচয় পত্র
- একটি ইউকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (ছবিসহ হতে হবে, কাগজের লাইসেন্স গ্রহণযোগ্য নয়)
- চ্যানেল আইল্যান্ডস, আইল অফ ম্যান বা EEA-ভুক্ত কোনো দেশের দেওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স
- একটি বায়োমেট্রিক ইমিগ্রেশন ডকুমেন্ট (ই-ভিসাসহ)
- প্রুফ অফ এজ স্ট্যান্ডার্ডস স্কিম (PASS) হলোগ্রামসহ একটি আইডি কার্ড (পাস কার্ড)
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফর্ম 90 (ডিফেন্স আইডেন্টিটি কার্ড) আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফর্ম 100 (HM আর্মড ফোর্সেস ভেটেরান কার্ড)

- বয়স্কদের বাস পাস, প্রতিবন্ধীদের বাস পাস, অয়েস্টার 60+ কার্ড, ফ্রিডম পাস
- একটি ব্লু ব্যাজ
- একটি ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ভোটকেন্দ্রে আপনাকে ছবিসহ আইডির আসল কপিটি নিয়ে যেতে হবে। আপনার ফোনে থাকা ডকুমেন্টের ফটোকপি বা ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ছবি থেকে চেনা গেলে, মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ছবিসহ আইডিও ব্যবহার করা যাবে। নির্বাচনী কমিশনের ওয়েবসাইটে https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/voter-id সব ধরনের স্বীকৃত ফটো আইডি নিয়ে আরও তথ্য দেয়া আছে।

যদি এই তালিকায় না থাকে, তাহলে তৃতীয় পক্ষের দেওয়া অন্য কোনো ফটো আইডি ভোট দেওয়ার জন্য আইডির প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ই-ভিসা কী আর সশরীরে ভোট দেওয়ার জন্য আমি এটা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি?

ই-ভিসা হলো আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস আর যুক্তরাজ্যে ঢোকা বা থাকার পারমিশনের শর্তগুলোর একটি অনলাইন রেকর্ড।

আপনি যদি ভোটকেন্দ্রে নিজে গিয়ে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনাকে আপনার ই-ভিসা অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে আর আপনার মোবাইল ফোন বা অন্য ডিভাইসে ই-ভিসা প্রদর্শন করতে হবে। 1 মে 2025 থেকে ই-ভিসা ছবিসহ ভোটার আইডির একটি স্বীকৃত উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ই-ভিসা ইতিমধ্যে আইনের স্বীকৃত ছবিসহ ভোটার আইডির তালিকায় একটি বায়োমেট্রিক ইমিগ্রেশন ডকুমেন্ট হিসেবে আছে। তাই, নির্বাচনী পরিষেবাগুলো ই-ভিসা যে একটি স্বীকৃত আইডি, সেটা আলাদা করে বোঝানোর জন্য পোল কার্ড বা ভোটকেন্দ্রের নোটিশে কোনো পরিবর্তন না-ও আনতে পারে।

ভোট দেওয়ার জন্য আমি একটি স্বীকৃত ছবিসহ আইডির জন্য কীভাবে আবেদন করতে পারি?

আপনি আপনার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে, নবায়ন করতে বা আপডেট করতে, আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে বা শেয়ার করতে পারেন এই লিংকে: https://www.gov.uk/browse/driving/driving-licences

আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন: https://www.gov.uk/apply-renew-passport আপনি আপনার এলাকার পোস্ট অফিস থেকে পাসপোর্ট আবেদন ফর্ম জোগাড় করতে পারেন (আপনার ব্রাঞ্চ খুঁজুন: https://www.postoffice.co.uk/branch-finder আর ডাকে আবেদন করতে পারেন, অথবা পোস্ট অফিসের চেক অ্যান্ড সেন্ড পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন (আরও তথ্য পেতে ভিজিট করুন: https://www.gov.uk/how-the-post-office-check-and-send-service-works

আপনি 60+ লন্ডন অয়েস্টার ফটকার্ড নিয়ে আরও জানতে পারবেন এখানে: https://tfl.gov.uk/fares/free-and-discounted-travel/60-plus-oyster-photocard

আপনি ব্লু ব্যাজের জন্য আবেদন বা নবায়ন করতে পারেন: https://www.gov.uk/apply-blue-badge ব্লু ব্যাজ স্কিম নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করুন: https://www.gov.uk/blue-badge-scheme-information-council

আপনার এলাকার সিটিজেনস অ্যাডভাইস আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। আপনার স্থানীয় ব্রাঞ্চ খুঁজুন: https://www.citizensadvice.org.uk

কীভাবে আমি একটি ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারি?

যদি আপনার কাছে ভোট দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে স্বীকৃত কোনো ফটো আইডি না থাকে, তাহলে আপনি একটি ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারেন। এটা শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার কাজেই ব্যবহার করা যাবে, অন্য কোনো আইডি হিসেবে নয়, এবং এটা 10 বছরের জন্য ভ্যালিড থাকবে। আবেদন করার সময় আপনাকে একটি ছবি, আপনার জন্ম তারিখ আর ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর দিতে হবে। যদি আপনি আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর না জানেন, বা আপনার কাছে সেটা না-ও থাকে, তাহলেও আপনি আবেদন করতে পারবেন। আপনার কাউন্সিল তখন আপনার পরিচয় কনফার্ম করার জন্য অন্য কোনো প্রমাণের ব্যাপারে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।

আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারেন এই লিংকে: https://www.gov.uk/apply-for-photo-id-voter-authority-certificate

অথবা আপনি একটি প্রিন্ট করা আবেদন ফর্ম পূরণ করতে পারেন এই লিংক থেকে: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1137587/VAC_public_facing.pdf আর সেটা আপনার স্থানীয় কাউন্সিলে পাঠাতে পারেন। আপনি চাইলে এই গাইডলাইনগুলো বড় প্রিন্টে, ব্রেইলে অথবা সহজ ভাষায় লেখা আকারেও পেতে পারেন।

আপনার এলাকার নির্বাচনী সেবাদানকারী টিমের সাথে যোগাযোগ করতে, আপনার পোস্টকোড এখানে লিখুন: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

যদি আমি ধর্মীয় কারণে মুখ ঢেকে রাখি, তাহলে আমার ফটো আইডি কীভাবে চেক করা হবে?

পোলিং স্টেশনের কর্মীরা যাতে আপনার ছবির সাথে আপনাকে মেলাতে পারেন, সেজন্য আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য আপনার মুখের আবরণ সরাতে বলা হবে যাতে তারা আপনার মুখ দেখতে পারে। ভোট দেওয়ার বাকি পুরো সময় মুখের আবরণ পরা যাবে।

আপনি চাইলে একজন মহিলা কর্মী দিয়ে আপনার ফটো আইডি চেক করানোর জন্য অনুরোধ করতে পারেন, আর পোলিং স্টেশনের কর্মীরা পারলে সেটার ব্যবস্থা করবে।

আপনি আপনার ফটো আইডি ব্যক্তিগতভাবে চেক করানোর জন্যও অনুরোধ করতে পারেন। এইজন্য পোলিং স্টেশনে একটি আলাদা প্রাইভেট জায়গা থাকবে। এই ধরনের অনুরোধ খুব সম্মান ও সতর্কতার সাথে দেখা হবে। এই অনুরোধের জন্য আপনাকে কোনো কারণ দেখাতে হবে না, আর আপনাকে কেন এমনটা চাইছেন সেটাও জিজ্ঞেস করা হবে না।

একটি আয়না থাকবে যাতে আপনি ব্যক্তিগত জায়গা ছাড়ার আগে আপনার মুখের আবরণ ঠিকঠাক আছে কিনা, সেটা দেখে নিতে পারেন।
যদি আপনি আপনার মুখের আবরণ সরাতে রাজি না হন আর কর্মীরা আপনার ফটো আইডি চেক করতে না পারে, তাহলে এমন হতে পারে যে আপনাকে ব্যালট পেপার দেওয়া হবে না, আর তার ফলে আপনি ভোট দিতে পারবেন না।

যদি আমি চিকিৎসার কারণে মাস্ক পরে থাকি, তাহলে আমার ফটো আইডি কীভাবে পরীক্ষা করা হবে?

পোলিং স্টেশনের কর্মীরা যাতে আপনার ছবির সাথে আপনাকে মেলাতে পারে, সেজন্য আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য আপনার মাস্ক সরাতে বলা হবে যাতে তারা আপনার মুখ দেখতে পারে। এই নিয়ম আপনি যদি ইমিউনো-সাপ্রেসড হন বা অন্য কোনো স্বাস্থ্যগত কারণে মাস্ক পরেন, তাহলেও প্রযোজ্য হবে।

আপনি আপনার ফটো আইডি ব্যক্তিগতভাবে চেক করানোর জন্যও অনুরোধ করতে পারেন। এইজন্য পোলিং স্টেশনে একটি আলাদা প্রাইভেট জায়গা থাকবে। এই ধরনের অনুরোধ খুব সম্মান ও সতর্কতার সাথে দেখা হবে। এই অনুরোধের জন্য আপনাকে কোনো কারণ দেখাতে হবে না, আর আপনাকে কেন এমন চাইছেন সেটাও জিজ্ঞেস করা হবে না।

যদি আপনি আপনার মুখের আবরণ সরাতে রাজি না হন আর কর্মীরা আপনার ফটো আইডি চেক করতে না পারে, তাহলে এমন হতে পারে যে আপনাকে ব্যালট পেপার দেওয়া হবে না, আর তার ফলে আপনি ভোট দিতে পারবেন না।

পোলিং স্টেশনের কর্মীরা কীভাবে বুঝবে যে আমার আইডির ছবি আমার সাথে যথেষ্ট মিলছে?

পোলিং স্টেশনের কর্মীরা আপনার ফটো আইডির ছবি আর নাম দেখবে যাতে সেটা ভোটার তালিকায় আপনার নামের সাথে মেলে কিনা, তা চেক করা যায়। যদি আপনার মনে হয় যে আপনার ছবি চেনা যাবে কিনা, তাহলে আপনি নিজের একটি নতুন ছবি দিয়ে ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারেন। আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/voter-id/applying-a-voter-authority-certificate

যদি আপনার চিন্তা আপনার লিঙ্গ পরিচয়ের উপস্থাপনা নিয়ে হয়, তাহলে জেনে রাখুন যে ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটে কোনো লিঙ্গ নির্দেশক চিহ্ন থাকে না।

আমি একজন অন্ধ/আংশিকভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটার, পোলিং স্টেশনে আমার জন্য কী ধরনের সাহায্য পাওয়া যাবে?

নির্বাচন আইন (2022) অনুযায়ী, রিটার্নিং অফিসার – মানে যারা নির্বাচন দেখাশোনা করেন – তাদের এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বাধীনভাবে আর গোপনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রিটার্নিং অফিসারদের অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন মেনে চলতে হবে।

অন্ধ আর আংশিকভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের সাহায্য করার জন্য, সব পোলিং স্টেশনে এই জিনিসগুলো থাকতে হবে:

- স্পর্শ দিয়ে চেনা যায় এমন একটি ভোটিং ডিভাইস
- ব্যালট পেপারের একটি বড় প্রিন্টের কপি, মিলিয়ে দেখার জন্য
- ম্যাগনিফায়ার
- অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা
- দরকার হলে ভোটিং বুথে যাওয়ার জন্য আর আপনার ভোট দেওয়ার জন্য পোলিং স্টেশনের কর্মীদের সাহায্য

রিটার্নিং অফিসারদের তাদের এলাকার ভোটারদের কী কী লাগতে পারে, সেটা আগে থেকে আন্দাজ করতে হবে আর তারা অডিও ডিভাইসের মতো অতিরিক্ত জিনিসও রাখতে পারে, যাতে যে কেউ স্বাধীনভাবে আর গোপনে ভোট দিতে পারে। রিটার্নিং অফিসারদের জন্য নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন নিয়ে আরও পড়ুন:
https://www.electoralcommission.org.uk/guidance-returning-officers-assistance-voting-disabled-voters/ensuring-voting-accessible/providing-equipment-polling-station-enables-or-makes-voting-easier-disabled-voters

ভোটকেন্দ্রে আমি কীভাবে যুক্তিসঙ্গত কোনও সুবিধা চাইতে পারি?

আপনি নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের কর্মীদের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন, আর তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন আপনাকে সাহায্য করার। তবে, আপনার কাজ যাতে আরও সহজ হয়, সেজন্য আপনি আপনার এলাকার রিটার্নিং অফিসার বা স্থানীয় নির্বাচনী পরিষেবা অফিসে চিঠি লিখে জানাতে পারেন যে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার জন্য আপনার কিছু বিশেষ সুবিধা দরকার। তাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা খুঁজে পেতে, আপনি নির্বাচনী

কমিশনের পোস্টকোড সার্চ টুল https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information ব্যবহার করতে পারেন, আর যোগাযোগের জন্য RNIB-এর এই নমুনা চিঠিটি https://www.rnib.org.uk/documents/1604/Notification_template_for_individuals_to_send_to_Returning_Officers.docx কাজে লাগাতে পারেন।

যারা চোখে দেখেন না বা কম দেখেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা হিসেবে মোবাইল ফোন অ্যাপ (যেমন "Seeing AI", যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে লেখা পড়ে শোনাতে পারে) বা ভিডিও ম্যাগনিফাইং ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে – এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য ভোটকেন্দ্রের কর্মীদেরও গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে।

ভোটকেন্দ্রে কোনো সমস্যা হলে আমার কী করা উচিত?

আপনি যদি ভোটকেন্দ্রে কোনো সমস্যায় পড়েন বা আপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু জানাতে চান, তাহলে আপনি আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের নির্বাচনী পরিষেবা টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার এলাকার নির্বাচনী সেবাদানকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে, আপনার পোস্টকোড এখানে লিখুন: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

ফটোযুক্ত ভোটার আইডি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য

যদি আমি কোনো স্বীকৃত ছবিসহ আইডি ছাড়া ভোটকেন্দ্রে যাই তাহলে কী হবে?

আপনি যদি কোনো স্বীকৃত ছবিসহ আইডি ছাড়া ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যান, তাহলে আপনাকে ব্যালট পেপার দেওয়া হবে না। আপনাকে একটি স্বীকৃত ছবিসহ আইডি নিয়ে আবার আসতে হবে।

ফিরে আসার পর যদি আপনি আসল স্বীকৃত ছবিসহ আইডি দেখাতে পারেন, তাহলে আপনি ভোট দিতে পারবেন।

আমি যদি ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডি দেখাতে না চাই তাহলে কী হবে?

আপনি যদি ভোটকেন্দ্রে ছবিসহ আইডি দেখাতে না চান, তাহলে আপনি ডাকযোগে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ডাকযোগে আবেদন করতে বা ভোট দিতে ছবিসহ আইডির দরকার নেই। প্রক্সি ভোটের জন্য আবেদন করার সময়ও এটা লাগে না, তবে আপনার প্রক্সিকে ভোটকেন্দ্রে আপনার হয়ে ভোট দেওয়ার সময় তাদের নিজেদের স্বীকৃত ছবিসহ আইডি দেখাতে হবে।

আমার ছবিসহ আইডিতে কোন তথ্যগুলো চেক করা হবে?

ভোটকেন্দ্রে ছবিসহ আইডি চেক করার সময় দেখা হবে যে আপনার ছবিসহ আইডিতে যে নাম আছে, সেটা নির্বাচনী রেজিস্টারে থাকা আপনার নামের সাথে মিলছে কিনা। কর্মীরা আপনার আইডিতে থাকা লিঙ্গ, ঠিকানা বা আপনি কোন দেশের নাগরিক, সেসব চেক করবেন না।

নির্বাচনী রেজিস্টারে থাকা নামের সাথে আমার ছবিসহ আইডির নামের মিল নেই, আমি কী করতে পারি?

যদি নির্বাচনী রেজিস্টারে আপনার নামের সাথে আপনার ছবিসহ আইডির নামের পার্থক্য থাকে, আপনি যা যা করতে পারেন:

- নামের পরিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে আপনার সাথে একটি সরকারি ডকুমেন্ট নিয়ে আসুন, যেমন একটি বিয়ের সার্টিফিকেট (আপনার ছবিসহ আইডির পাশাপাশি)।
- আপনি যে নামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন, সেই নাম আর একটি নতুন ছবি ব্যবহার করে একটি ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারেন: https://www.gov.uk/apply-for-photo-id-voter-authority-certificate
- অথবা আপনি নির্বাচনী রেজিস্টারে আপনার নাম পরিবর্তন করার জন্য আপনার স্থানীয় নির্বাচনী পরিষেবা টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

এর জন্য কি আমাকে কোনো কারণ দেখাতে হবে? আমি কি আমার ছবিসহ আইডি ব্যক্তিগতভাবে চেক করাতে পারি?

আপনি আপনার ছবিসহ আইডি ব্যক্তিগতভাবে চেক করানোর জন্য বলতে পারেন। আপনি আপনার ফটো আইডি ব্যক্তিগতভাবে চেক করানোর জন্যও অনুরোধ করতে পারেন। এই ধরনের অনুরোধ খুব সম্মান ও সতর্কতার সাথে দেখা হবে। না, আপনাকে এই অনুরোধের কোনো কারণ দেখাতে হবে না, আর কেন করছেন সেটাও আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

ভোট দেওয়ার জন্য লিঙ্গ নির্দেশকসহ ছবিযুক্ত আইডি ব্যবহার করতে আমার অস্বস্তি হচ্ছে, আমি কী করতে পারি?

আপনার ছবিসহ আইডিতে যে নাম আছে, সেটা সেই একই নাম হওয়া উচিত যা আপনি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করার সময় ব্যবহার করেছিলেন। আপনাকে এমন কোনো ছবিসহ আইডি দেখাতে হবে না যেখানে লিঙ্গ নির্দেশক চিহ্ন আছে।

যদি আপনার কাছে ছবিসহ আইডি না থাকে, লিঙ্গ নির্দেশক চিহ্নসহ কোনো ছবিযুক্ত আইডি ব্যবহার করতে আপনার অস্বস্তি হয়, অথবা আপনার আইডির ছবির সাথে আপনার চেহারার এখনও মিল আছে কিনা সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত না হন, তাহলে আপনি একটি ফ্রি ভোটার অথরিটি

সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারেন: https://www.gov.uk/apply-for-photo-id-voter-authority-certificate ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটে কোনো লিঙ্গ নির্দেশক চিহ্ন থাকে না।

নির্বাচনের দিনের আগে যদি আমার ছবিসহ আইডি হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙে যায়, তাহলে আমি কী করতে পারি?

যদি আপনার ছবিসহ আইডি হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙে যায়, আর ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করার সময়ও পেরিয়ে যায়, তাহলে আপনি ইমার্জেন্সি প্রক্সি ভোটের জন্য আবেদন করতে পারেন:
https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/ways-vote/apply-vote-proxy

এটা শুধু সাধারণ প্রক্সি ভোটের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর হঠাৎ কোনো ইমার্জেন্সি হলেই করা যাবে। এই ফর্মটি আপনার অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট (Anonymous Elector's Document) হারিয়ে গেলে, চুরি হয়ে গেলে, নষ্ট হয়ে গেলে বা ভেঙে গেলেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই আবেদনগুলো নির্বাচনের দিন বিকেল 5টা পর্যন্ত করা যাবে।

সশরীরে ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডি দেখানোর নিয়মটা কবে থেকে শুরু হয়েছে?

ইংল্যান্ডে স্থানীয় নির্বাচনে সশরীরে ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডির নিয়ম মে 2023 থেকে চালু হয়েছে। পুরো লন্ডন জুড়ে নির্বাচনের জন্য এটা প্রথমবার চালু হয়েছিল 2 মে 2024-এর লন্ডনের মেয়র আর লন্ডন অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট বা সাধারণ নির্বাচনের জন্য এই নিয়ম 5 অক্টোবর 2023-এর পরের নির্বাচনগুলোতে আর মে 2023-এর পরে হওয়া যেকোনো আলাদা পার্লামেন্ট উপ-নির্বাচনে চালু হয়েছে।

ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডি চালু করার ব্যাপারে আমার কিছু চিন্তা আছে, আমি কার সাথে কথা বলতে পারি?

GLA (GLA) ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডি চালু করেনি। তাদের কাজ শুধু এই ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানো আর এর ফলে সবার সমান সুযোগের ওপর যে প্রভাব পড়ছে, সেটা কমানোর চেষ্টা করা।

আপনি যদি কোনো সুশীল সমাজ সংস্থা হন আর আমাদের এই সচেতনতামূলক প্রচারে সাহায্য করতে চান বা আমাদের জিনিসপত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান, যাতে আমরা যত বেশি সম্ভব লন্ডনবাসীর কাছে পৌঁছাতে পারি, তাহলে অনুগ্রহ করে GLA ডেমোক্রেটিক পার্টিসিপেশন দলের সাথে democracy@london.gov.uk এই ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

আর যদি ভোট দেওয়ার জন্য ছবিসহ আইডি চালু করার ব্যাপারে আপনার কোনো চিন্তা বা আপত্তি থাকে, তাহলে আপনি correspondence@communities.gov.uk এই ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF – এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারেন।

অন্য ধরণের আইডি কেন গ্রহণ করা হয় না?

আইনেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট ছবিসহ আইডি হিসেবে চলবে। এগুলো যুক্তরাজ্য সরকার ঠিক করেছে।

যুক্তরাজ্য সরকার কী কী বিষয় দেখে এগুলো ঠিক করেছে, সেই ব্যাপারে আরও তথ্য দিয়েছে। আপনি সেটা এখানে খুঁজে দেখতে পারেন:
https://www.gov.uk/government/publications/voter-identification-at-polling-stations-and-the-new-voter-card/protecting-the-integrity-of-our-elections-voter-identification-at-polling-stations-and-the-new-voter-card

<u>ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট সম্পর্কে আরও তথ্য</u>

ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটে কী কী তথ্য থাকে?

ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটে আপনার পুরো নাম আর ছবি, যে স্থানীয় কাউন্সিল এটা ইস্যু করেছে তার নাম, একটি চেনার মতো নম্বর (কাউন্সিলের দেওয়া নম্বর আর অক্ষরের একটি রেফারেন্স), ইস্যু করার তারিখ আর একটি আনুমানিক নবায়ন করার তারিখ লেখা থাকবে।

ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ছবির ব্যাপারে কী কী নিয়ম আছে?

ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করার সময় আপনাকে একটি নতুন ছবি দিতে হবে। ছবির নিয়মগুলো পাসপোর্টের ছবির নিয়মের মতোই। ছবিতে আপনার মাথা আর কাঁধ দেখা যেতে হবে, আর মাথায় কিছু ঢাকা থাকবে না – যদি না ধর্মীয় বা চিকিৎসার কারণে কেউ মাথায় কিছু পরেন। আপনার মুখ কোনো কারণেই ঢাকা থাকতে পারবে না।

<u>ছবির ধরন</u>

আবেদন করার সময় ছবি এমন হতে হবে:

- সোজাসুজি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, সামনের দিক থেকে তোলা।
- মাথা আর কাঁধের একটি ক্লোজ-আপ, মাথায় কিছু ঢাকা থাকবে না, যদি না ধর্মীয় বিশ্বাস বা চিকিৎসার কারণে কেউ কিছু পরেন। মুখ কোনো কারণেই ঢাকা থাকবে না।

- ছবিতে অন্য কোনো লোক থাকা যাবে না।
- মুখের প্রকাশভঙ্গী স্বাভাবিক থাকবে আর চোখ খোলা ও পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে, যেমন সানগ্লাস ছাড়া আর চুল দিয়ে ঢাকা না।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, যদি আবেদনকারী কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে এই দুটো বা যেকোনো একটি শর্ত পূরণ করে এমন ছবি দিতে না পারেন, সেক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

ছবির কোয়ালিটি

আবেদনকারীর ছবিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকতে হবে:

- আসল চেহারার মতোই দেখতে হতে হবে।
- রঙিন হতে হবে।
- একটি সাধারণ, হালকা ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে তোলা।
- একদম পরিষ্কার আর ফোকাসড।
- 'রেড-আই' (ছবিতে চোখ লাল দেখা যাওয়া), মুখে এমন কোনো ছায়া যা মুখ ঢেকে দেয়, বা আলো ঠিকরে পড়া – এগুলো থাকা যাবে না।
- ছেঁড়া বা নষ্ট হওয়া যাবে না।

ছবির সাইজ

যখন অনলাইনে আবেদন করবেন, তখন যে ছবি দেবেন সেটা অবশ্যই:

- উচ্চতায় কমপক্ষে 750 পিক্সেল আর পাশে 600 পিক্সেল হতে হবে।
- এমন একটি ইলেকট্রনিক ফাইলে থাকতে হবে যার সাইজ 20 মেগাবাইটের বেশি হতে পারবে না।

যখন প্রিন্ট করা ফরমে আবেদন করবেন, তখন ছবি অবশ্যই:

- উচ্চতায় কমপক্ষে 45 মিলিমিটার আর পাশে 35 মিলিমিটার হতে হবে।
- উচ্চতায় 297 মিলিমিটার বা পাশে 210 মিলিমিটারের চেয়ে বড় হতে পারবে না।

ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট আবেদন করার জন্য আমি কোথায় সহায়তা পেতে পারি?

ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে, আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ছবি তুলতে বা কাগজের আবেদন ফর্ম চাইতে যদি আপনার কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি আপনার বরো কাউন্সিল এর নির্বাচনী পরিষেবা টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনার পোস্টকোড এখানে দিয়ে আপনি তাদের কন্টাক্ট ডিটেইলস খুঁজে পেতে পারেন:
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

আপনি আরও তথ্য পেতে পারেন এখানে:
https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/voter-id/applying-a-voter-authority-certificate

ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করার কি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে?

হ্যাঁ, আপনি যেকোনো সময়ই ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট বা অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট জন্য আবেদন করতে পারবেন, তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনের জন্য আবেদন করার শেষ সময় হলো নির্বাচনের দিনের 6 কার্যদিবস আগে, বিকেল 5টা পর্যন্ত।

আপনার আবেদন কীভাবে কী করা হবে, সেসব সহ আরও তথ্য জানতে, নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসারদের জন্য জারি করা এই নির্বাচনী কমিশনের গাইডলাইন দেখুন:

https://www.electoralcommission.org.uk/running-electoral-registration-england/voter-authority-certificates-and-anonymous-electors-documents/deadlines-applications-voter-authority-certificates-or-anonymous-electors-documents-a-particular.

আমি কি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট অন্য কোনো কাজে ছবিসহ আইডি হিসেবে ব্যবহার করতে পারব?

না, ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট শুধু ভোট দেওয়ার জন্যই ব্যবহার করা যাবে, অন্য কোনো কারণে আইডির প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এটা বয়স বা ঠিকানার প্রমাণ হিসেবেও চলবে না।

ডাকযোগে এবং প্রক্সির মাধ্যমে ভোটদান

প্রক্সি ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনগুলো আমার জেনে রাখা দরকার?

প্রক্সি ভোটিংয়ের নিয়মগুলো 31 অক্টোবর 2023 থেকে বদলেছে।

এখন একজন ব্যক্তি কতজনের জন্য প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন, তার একটি সীমা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে পারিবারিক সদস্যরাও পরবেন। আপনি সবচেয়ে বেশি দুজন যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ভোটারের অথবা চারজন পর্যন্ত যুক্তরাজ্য-বহির্ভূত ভোটারের (যেমন, যারা ব্রিটিশ কিন্তু বিদেশে থাকেন) হয়ে প্রক্সি হিসেবে ভোট দিতে পারবেন।

আপনি কিছু কিছু প্রক্সি ভোটের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন: https://www.gov.uk/apply-proxy-vote যদি আপনার আবেদনের জন্য প্রত্যয়নপত্র দরকার হয় (যারা নাম গোপন রেখে মানে বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন তাদের জন্য এটা প্রয়োজন হয়) অথবা যদি আপনি ইমার্জেন্সি প্রক্সি ভোটের জন্য আবেদন করেন, তাহলে আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন না।

যদি অনলাইনে আবেদন করতে না পারেন, তাহলে আপনি https://www.gov.uk/government/collections/proxy-voting-application-forms থেকে প্রক্সি ভোটের আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে পূরণ করতে পারেন। এরপর এটা আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসে পাঠিয়ে দিন অথবা ডাকযোগে আবেদন ফর্ম পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

আপনি আপনার এলাকার নির্বাচনী পরিষেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে খুঁজে পেতে পারেন: https://www.gov.uk/contact-electoral-registration-office

অনলাইন আর কাগজের – দুই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্যই পরিচয়পত্র যাচাই করা হবে (ইমার্জেন্সি প্রক্সি ভোট ছাড়া)। প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে ছবিসহ আইডি দিতে হবে না (তবে আপনার প্রক্সিকে আপনার হয়ে ভোট দেওয়ার সময় একটি স্বীকৃত ছবিসহ আইডি দেখাতে হবে)। অন্যান্য কিছু পরিচয় যাচাই ব্যাপার আছে, যেমন আপনার স্বাক্ষর এবং জন্ম তারিখ মেলানো।

প্রক্সি ভোটিং নিয়ে আপডেটেড তথ্যের জন্য দেখুন: https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/ways-vote/apply-vote-proxy

আপনার যদি আগে থেকেই প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেই অন্তর্বর্তীকালীন নিয়মই আপাতত চলবে। আপনি আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসে https://www.gov.uk/contact-electoral-registration-office যোগাযোগ করে আপনার আগের প্রক্সি ভোটের ব্যবস্থা আপডেট করে নিতে পারবেন।

ডাকযোগে ভোটের ক্ষেত্রে কোন চেঞ্জগুলো আমার জেনে রাখা দরকার?

ডাকযোগে ভোটের নিয়মগুলো 31 অক্টোবর 2023 থেকে বদলেছে।

একটি সফল ডাকযোগে ভোটের আবেদন করলে, আপনি সেই ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য ভোট দিতে পারবেন। তিন বছর পর, আপনি যদি ডাকযোগে ভোট দেওয়া চালিয়ে যেতে চান, তাহলে আপনাকে আবার আবেদন করতে হবে।

আপনি অনলাইনে ডাকযোগে ভোটের জন্য আবেদন করতে পারেন। আর যদি অনলাইনে আবেদন করতে না পারেন, তাহলে আপনি https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-postal-vote থেকে ডাকযোগে ভোটের আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে পূরণ করতে পারেন। এরপর এটা আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসে পাঠিয়ে দিন অথবা ডাকযোগে আবেদন ফর্ম পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

আপনি আপনার এলাকার নির্বাচনী পরিষেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে খুঁজে পেতে পারেন: https://www.gov.uk/contact-electoral-registration-office

ডাকযোগে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে ছবিসহ আইডি দিতে হবে না। অন্যান্য কিছু পরিচয় যাচাইয়ের ব্যাপার আছে, যেমন আপনার স্বাক্ষর আর জন্ম তারিখ মেলানো। ডাকযোগে ভোটিং নিয়ে আপডেটেড তথ্যের জন্য দেখুন: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/apply-vote-post

আপনার যদি আগে থেকেই ডাকযোগে ভোটের কোনো ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেই অন্তর্বর্তীকালীন নিয়মই আপাতত চলবে। আপনি আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসে https://www.gov.uk/contact-electoral-registration-office যোগাযোগ করে আপনার আগের প্রক্সি ভোটের ব্যবস্থা আপডেট করে নিতে পারবেন।

আপনি যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপনার ডাকযোগে ভোট পোস্ট করতে না পারেন, তাহলে আপনি নির্বাচনের দিন সেটা আপনার ভোটকেন্দ্রে বা আপনার স্থানীয় কাউন্সিলে নিয়ে জমা দিতে পারেন। ভোটাররা শুধু নিজেদের ডাকযোগে ভোট আর সর্বোচ্চ অন্য পাঁচজনের ডাকযোগে ভোট ভোটকেন্দ্রে জমা দিতে পারবেন। যারা ভোটের প্রচার চালান, তারা শুধু নিজেদের ডাকযোগে ভোট আর সর্বোচ্চ অন্য পাঁচজনের ডাকযোগে ভোট জমা দিতে পারবেন, যারা তাদের খুব কাছের আত্মীয়, অথবা যাদের তারা নিয়মিত দেখাশোনা করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অফিস বা ভোটকেন্দ্রে ডাকযোগে ভোট জমা দেওয়ার সময় সবাইকে একটি ডাকযোগে ভোট ফেরত ফর্ম পূরণ করতে হবে।

ডাকযোগে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করার কি কোনো সময়সীমা আছে?

হ্যাঁ, ডাকযোগে বা প্রক্সি ভোটের জন্য আবেদন করার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে।

ডাকযোগে ভোটের জন্য আবেদন করার শেষ তারিখ হলো নির্বাচনের দিনের 11 কার্যদিবস আগে, বিকেল 5টা পর্যন্ত।

আর প্রক্সি ভোটের জন্য আবেদন করার শেষ তারিখ হলো নির্বাচনের দিনের 6 দিন আগে, বিকেল 5টা পর্যন্ত।

খেয়াল রাখবেন, আপনি যদি বাসা পাল্টান বা আপনার নাম পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনাকে ডাকযোগে বা প্রক্সি ভোটের জন্য নতুন করে আবেদন করতে হবে।

বেনামে ভোট দেওয়া

বেনামি নিবন্ধন (anonymous registration) কী?

যখন কেউ ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেন, তখন তাদের নাম আর ঠিকানা নির্বাচনী রেজিস্টারে-এ চলে আসে।

যদি কারও মনে হয় যে নির্বাচনী রেজিস্টারে তাদের নাম আর ঠিকানা থাকলে তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে, তাহলে তারা বেনামি ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করার জন্য আবেদন করতে পারেন।

সাধারণত নির্বাচনী রেজিস্টারে এন্ট্রিগুলো এমন দেখতে হয়:

FBC412 Vella, John 59 Green Lane
BC413 Vella, Veronica 59 Green Lane

বেনামি এন্ট্রিগুলো নির্বাচনী রেজিস্টারে এমনভাবে দেখানো হয়: BC602 N

N অক্ষর দিয়ে বোঝানো হয় যে এই এন্ট্রি একজন বেনামে নিবন্ধন করা ভোটারের। এর মানে হলো, যারা বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন তারা ভোট দিতে পারবেন, কিন্তু তাদের নাম আর ঠিকানা নির্বাচনী রেজিস্টারে থাকবে না।

আমি কি বেনামে নিবন্ধন করতে পারব?

যে কেউ বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে চাইলে, তাদের এই ধাপগুলো ফলো করতে হবে:

- একটি আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হবে।
- কেন তাদের বা তাদের পরিবারের অন্য কারও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে যদি তাদের তথ্য নির্বাচনী রেজিস্টারে থাকে, সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে।
- তাদের নিবন্ধনের পক্ষে প্রমাণ জমা দিতে হবে।
- আবেদন ফর্ম, ব্যাখ্যা আর প্রমাণ তাদের স্থানীয় কাউন্সিলে ফেরত পাঠাতে হবে।

আপনি উইমেনস এইড (Women's Aid)-এর সাথে পার্টনারশিপে তৈরি করা বেনামে নিবন্ধন করার একটি গাইডলাইন ডাউনলোড করতে পারেন এখান থেকে:
https://www.electoralcommission.org.uk/resources/democratic-engagement-resources/supporting-domestic-abuse-survivors-register-vote-anonymously. প্রিন্ট করার জন্য আবেদন ফর্মটি এখানে পাবেন:
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2021-02/Register-to-vote-anonymously-resident-in-England_0.pdf.

বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে যদি আপনার সহায়তার প্রয়োজন হয়ে, আপনি আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের যোগাযোগের তথ্য খুঁজে পেতে, আপনার পোস্টকোড এখানে দিন:
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

আপনি যেকোনো সময়ই বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারেন। তবে, সামনে কোনো নির্বাচন থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবেদন কর ভালো। কোনো একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনে ভোটার নিবন্ধনের সময়সীমা কবে সেটা আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে, তবে সাধারণত নির্বাচনের দিনের প্রায় দুই সপ্তাহ আগে এই সময়সীমা শেষ হয়।

বেনামি নিবন্ধন শুধুমাত্র এক বছরের জন্য বজায় থাকে, তাই আপনাকে প্রতি বছর আবার আবেদন করতে হবে। আপনার নির্বাচনী নিবন্ধন অফিস আবার আবেদন করার সময় হলে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।

আমি বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত; ছবিসহ আইডির নিয়ম সশরীরে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

বেনামি ভোটাররা যারা ভোটকেন্দ্রে নিজে গিয়ে ভোট দিতে চান, তাদের ছবিসহ আইডি হিসেবে একটি অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট দেখাতে হবে। এটা এমন একটি ডকুমেন্ট যাতে আপনার ইলেক্টর নাম্বার আর আপনার আইডেন্টিটি ভেরিফাই করার পর আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসারের তৈরি করা একটি ছবি থাকবে। একজন বেনামি নির্বাচক হিসেবে আপনি অন্য কোনো ধরনের ছবিসহ আইডি ব্যবহার করতে পারবেন না। সশরীরে ভোট দেওয়ার সময় আপনাকে আপনার পোল কার্ড আর অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট দুটোই দেখাতে হবে।

যারা ইতিমধ্যে বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন, অথবা যারা নির্বাচনের আগে বেনামে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করবেন, তাদের সবাইকে তাদের স্থানীয় কাউন্সিল থেকে একটি অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্টের জন্য আবেদন করার জন্য বলা হবে। আপনি একটি অনুরোধ করার জন্য স্থানীয় কাউন্সিলের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের সাথে যোগাযোগের তথ্য খুঁজে পেতে, আপনার পোস্টকোড এখানে দিন:
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

আমি কীভাবে একটি অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট-এর জন্য আবেদন করব?

অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্টের জন্য আবেদন করার সময়, আপনাকে এই তথ্যগুলো দিতে হবে:

- নাম
- ঠিকানা
- জন্ম তারিখ
- ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর

আপনি যদি আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর না জানেন, তাহলে আপনার পে-স্লিপ, ট্যাক্স, পেনশন বা সুবিধার কোনো সরকারি চিঠিপত্রে খুঁজে দেখতে পারেন। যদি খুঁজে না পান, তাহলেও আপনি আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য অন্য কোনো প্রমাণ (যেমন জন্ম

সনদ, ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল) দিতে বলা হবে। আপনি যদি আপনার যোগাযোগের তথ্য দিয়ে রাখেন, তাহলে আপনার কাউন্সিল এই ব্যাপারে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।

আপনার কাছে যদি পরিচয়ের অন্য কোনো স্বীকৃত প্রমাণ না থাকে, তাহলে আপনার পরিচিত কেউ, যিনি আপনাকে চেনেন, তিনি স্থানীয় কাউন্সিলে একটি প্রত্যয়নপত্র দিয়ে আপনার পরিচয় কনফার্ম করতে পারেন। কারা এই প্রত্যয়নপত্র দিতে পারবেন, সেই বিষয়ে আপনার স্থানীয় কাউন্সিল আরও তথ্য দিতে পারবে। তাদের সাথে যোগাযোগের তথ্য খুঁজে পেতে, আপনার পোস্টকোড এখানে দিন:
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

একটি অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট দেখতে কেমন হয়?

একটি অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্টের উপরে 'ইলেক্টরস ডকুমেন্ট' (Elector's Document) কথা লেখা থাকে এবং এতে ভোটারের যে পরিচয় গোপন করে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করা হয়েছে, সেটা উল্লেখ করা থাকে না।

একটি অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্টে যা যা থাকে:

- ইস্যু করার তারিখ
- আপনার ছবি
- আপনার নির্বাচক নম্বর (যে নম্বরটি আপনার নাম ও ঠিকানার পরিবর্তে নির্বাচনী নিবন্ধন এ দেখানো হবে)
- একটি উপযুক্ত শনাক্তকারী (নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসারদের সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি করা 20টি অক্ষর ও নম্বরের একটি কম্বিনেশন)

আপনি যদি বেনামি ভোটার হন, ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় আপনাকে আপনার অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট সাথে নিতে হবে। এর সাথে অন্য কোনো ছবিসহ আইডি নেওয়ার দরকার নেই।

ভোটকেন্দ্রে কী হবে?

বেনামি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় তাদের পোল কার্ড আর অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট দুটোই সাথে নিয়ে যেতে হবে।

আপনি যখন পৌঁছাবেন, তখন একজন কর্মী সদস্য আপনাকে ওয়েলকাম জানাবেন, যিনি:

1. আপনার পোল কার্ড দেখতে চাইবেন – আপনাকে আপনার নাম এবং ঠিকানা বলতে হবে না।
2. রেজিস্টারে আপনার নির্বাচক নম্বর খুঁজে বের করবেন।
3. আপনার অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট চেক করবেন।
4. তালিকা থেকে আপনার নাম কেটে দেবেন এবং আপনাকে আপনার ব্যালট পেপার দেবেন।

ভোটকেন্দ্রে একটি ব্যক্তগত জায়গা থাকবে যাতে আপনি আপনার অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট ব্যক্তগতভাবে দেখাতে পারেন। এটা ভোটকেন্দ্রের উপর নির্ভর করে একটি আলাদা ঘর বা একটি পর্দা দিয়ে আলাদা করা কোনো জায়গা হতে পারে।

আমি যদি বেনামে নিবন্ধন করি, তাহলে কি আমাকে সশরীরে গিয়েই ভোট দিতে হবে?

না, আপনি যদি ভোটকেন্দ্রে নিজে গিয়ে ভোট দিতে না চান, তাহলে আপনি ডাকযোগে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ডাকযোগে বা প্রক্সির মাধ্যমে আবেদন করতে বা ভোট দিতে আপনার ছবিসহ আইডির দরকার নেই। তবে আপনার প্রক্সিকে আপনার হয়ে ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের নিজেদের ছবিসহ স্বীকৃত আইডি দেখাতে হবে।

প্রক্সি বা ডাকযোগে ভোট দেওয়ার জন্য, আপনাকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে: https://www.gov.uk/apply-proxy-vote অথবা https://www.gov.uk/apply-postal-vote

আপনি যদি অনলাইনে আবেদন করতে না পারেন, তাহলে আপনি https://www.gov.uk/government/collections/proxy-voting-application-forms থেকে প্রক্সি ভোটের আবেদন ফর্ম অথবা https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-postal-vote থেকে ডাকযোগে ভোটের আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে পূরণ করতে পারেন এবং এটা আপনার স্থানীয় নির্বাচনী নিবন্ধন (electoral registration) অফিসে পাঠাতে পারেন। অথবা ডাকযোগে একটি আবেদন ফর্ম পাঠানোর জন্য অনুরোধও করতে পারেন।

আপনি আপনার এলাকার নির্বাচনী পরিষেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে খুঁজে পেতে পারেন:
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

বেনামে কীভাবে ভোট দিতে হয় সেই বিষয়ে আরও জানতে দেখুন:
https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/ways-vote/how-vote-anonymously

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করার এবং একটি স্বীকৃত ছবিসহ আইডি থাকার সুবিধা

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করার এবং একটি স্বীকৃত ছবিসহ আইডি থাকার সুবিধা কী?

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করলে আপনি আপনার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কাজে লাগাতে পারবেন, যেটা অনেক কষ্ট করে পাওয়া গেছে আর লন্ডনের সবার জন্য উপলব্ধ নয়।

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করা থাকলে আপনার ক্রেডিট স্কোরও বাড়তে পারে, কারণ যারা লোন দেয় তারা আপনার নাম আর ঠিকানা যাচাই করার জন্য নির্বাচনী নিবন্ধন দেখতে পারে। এমনকি জুরি সার্ভিসে বা বিচারকাজে অংশ নেওয়ার জন্য লোক বাছাই করতেও নির্বাচনী নিবন্ধন ব্যবহার করা হয় – আর বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিয়ে জুরি দল তৈরি হলে সাধারণত রায় ন্যায্য হয়।

আপনি ভোট দেবেন কি দেবেন না, সেটা আপনার সিদ্ধান্ত। কিন্তু, ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করা আর ভোট দেওয়ার জন্য আপনার কাছে একটি ছবিসহ স্বীকৃত আইডি থাকা নিশ্চিত করলে, আপনি আপনার, আপনার পরিবারের আর আপনার কমিউনিটির জন্য জরুরি বিষয়গুলোতে, লন্ডনের আর দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার মতামত জানাতে পারবেন।

ভোটদান পদ্ধতি

লন্ডনের মেয়র আর লন্ডন অ্যাসেম্বলি নির্বাচনের জন্য কোন সিস্টেমে ভোট নেওয়া হয়?

নির্বাচন আইন (2022) লন্ডনের মেয়র নির্বাচনের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন এনেছে। তবে লন্ডন অ্যাসেম্বলির জন্য আমরা যেভাবে ভোট দিই, সেটা পরিবর্তন হয়নি।

লন্ডনের মেয়র নির্বাচন

লন্ডনের মেয়র এখন ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট (First-Past-the-Post) সিস্টেমে নির্বাচিত হন। আপনি আপনার পছন্দের ক্যান্ডিডেটের নামের পাশের বাক্সে একটি ক্রস [X] চিহ্ন দিয়ে একজনকে ভোট দিতে পারবেন। যে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে, তিনিই লন্ডনের মেয়র হবেন। এই ব্যবস্থা যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট নির্বাচন বা সাধারণ নির্বাচনের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

সরকার ইঙ্গিত দিয়েছে যে লন্ডনের মেয়র নির্বাচনের জন্য ভোটদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে এবং এটি পুনরায় সম্পূরক ভোটদান পদ্ধতিতে ফিরে যাবে। সর্বশেষ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে London Elects ভিজিট করুন।

লন্ডন অ্যাসেম্বলি 25 জন অ্যাসেম্বলি মেম্বার (AM) নিয়ে তৈরি – এর মধ্যে 11 জন পুরো রাজধানীর প্রতিনিধি আর 14 জন আলাদা আলাদা নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন।

নির্বাচনী এলাকা থেকে লন্ডন অ্যাসেম্বলি মেম্বার

এলাকার লন্ডন অ্যাসেম্বলি সদস্যরা ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট ব্যবস্থায় নির্বাচিত হন। আপনি আপনার পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশের বাক্সে একটি ক্রস [X] চিহ্ন দিয়ে একজনকে ভোট দিতে পারবেন। যে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে, তিনিই আপনার এলাকার লন্ডন অ্যাসেম্বলি সদস্য হবেন। একটি কনস্টিটিউয়েন্সি সাধারণত দুই বা তিনটি লন্ডন বরো নিয়ে তৈরি হয়।

লন্ডন-ব্যাপী অ্যাসেম্বলি মেম্বার

পুরো লন্ডন-ব্যাপী অ্যাসেম্বলি সদস্যরা অতিরিক্ত সদস্য ব্যবস্থা ব্যবহার করে নির্বাচিত হন। এখানে, প্রত্যেকটি দলের পাওয়া ভোটের সংখ্যার অনুপাতে সেই দল কতগুলো অ্যাসেম্বলি সদস্য সিট পাবে, সেটা ঠিক করা হয়।

আপনি London Elects-এর ওয়েবসাইটে লন্ডনের মেয়র আর লন্ডন অ্যাসেম্বলি নির্বাচন সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন:
https://www.londonelects.org.uk/changes-how-we-vote

আমার তথ্য

আমি যদি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করি বা ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করি, তাহলে আমার তথ্য কে কে দেখতে পারবে?

যদি আপনার মনে হয় যে নির্বাচনী রেজিস্টারে আপনার নাম আর ঠিকানা থাকলে আপনার বা আপনার পরিবারের অন্য কারও নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকতে হতে পারে, তাহলে আপনি নাম গোপন রেখে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করার আবেদন করতে পারেন। এই প্রক্রিয়ার জন্য কী কী করতে হবে সেটা এখানে পাবেন:
https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/register-vote/register-vote-anonymously

আপনি যদি নাম গোপন রেখে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেন আর নিজে গিয়ে ভোট দিতে চান, তাহলে আপনাকে একটি অ্যানোনিমাস ইলেক্টরস ডকুমেন্ট-এর জন্য আবেদন করতে হবে। এ বিষয়ে আরও তথ্য এখানে পেতে পারেন:
https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/who-can-vote/register-vote/register-vote-anonymously#anonymous-electors-document

আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হন, বিশেষ করে 'উন্মুক্ত নিবন্ধন' এ থাকার বিষয়ে (যে তথ্য তৃতীয় পক্ষ কিনতে পারে), তাহলে অনলাইনে নিবন্ধন করার সময় আপনি সবসময় উন্মুক্ত নিবন্ধন' থেকে নিজেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনি 'সম্পূর্ণ নিবন্ধন' এ থাকবেন যেটা এলাকার নির্বাচনী পরিষেবাগুলো ব্যবহার করে (যেমন, নির্বাচনের আগে পোল কার্ড পাঠানোর জন্য) আর লোন আবেদন বা ক্রেডিট স্কোর চেক করার জন্য। এটা কিন্তু নাম গোপন রেখে নিবন্ধন করা থেকে আলাদা, যেখানে আপনার তথ্য উন্মুক্ত নিবন্ধন' বা 'সম্পূর্ণ নিবন্ধন' কোনোটাতেই দেখানো হবে না।

আইনি ও ডিজিটাল ইমপ্রিন্ট

আইনি ও ডিজিটাল ইমপ্রিন্ট বলতে কী বোঝায়?

আইনি আর ডিজিটাল ইমপ্রিন্ট একটি স্বচ্ছতার ব্যাপার। অর্থাৎ, কোনো প্রচার বা রাজনৈতিক লেখা কে প্রকাশ করছে, আর কার হয়ে প্রচার করছে (মানে, এর অর্থ কে প্রদান করছে), সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া। সহজ কথায়, যদি আপনি বুঝতে না পারেন যে কে আপনাকে কোনো তথ্য দিয়ে বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, আপনি ইমপ্রিন্ট চেক করে দেখতে পারেন।

আমরা আমাদের কমিউনিটি ডেলিভারি পার্টনার আর যাদের অর্থায়ন করি, তাদের সাথে যে ইমপ্রিন্ট টেমপ্লেট ব্যবহার করি, সেটার একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

"Greater London Authority, City Hall, Kamal Chunchie Way, London E16 1ZE সহায়তা করেছে। [সংস্থার নাম], [সংস্থার নিবন্ধিত ঠিকানা] মুদ্রণ করেছে ও প্রচার করেছে।"

আপনি ইমপ্রিন্ট নিয়ে আরও জানতে পারবেন এখানে: https://www.electoralcommission.org.uk/imprints

ভোটারদের জন্য আরও সহজলভ্য রিসোর্স ও অন্যান্য সাহায্য

ভোটার নিবন্ধন আর ভোটার আইডি নিয়ে সহজ ভাষায় লেখা রিসোর্স আমি কোথায় পেতে পারি?

প্রতি বছর, GLA লন্ডনে সবচেয়ে বেশি বলা হয় এমন কমিউনিটি ভাষাগুলোতে ডিজিটাল আর মুদ্রণ করা রিসোর্স তৈরি করে।

ভোটার নিবন্ধন আর ভোটার আইডি নিয়ে বানানো রেজিস্টার টু ভোট BSL সহ 16টি কমিউনিটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

এই ডকুমেন্টের প্রত্যেকটি সচরাচর জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নাবলী (FAQ) BSL-এ অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। আপনি London Gov YouTube চ্যানেলে BSL প্লেলিস্ট দেখতে পারবেন।

আপনি GLA ডেমোক্রেসি হাব https://registertovote.london/ এ আমাদের সব ডিজিটাল আর মুদ্রণ করা রিসোর্স খুঁজে পাবেন। নির্বাচনী কমিশনও তাদের নিজেদের মতো করে পুরো যুক্তরাজ্যের জন্য তথ্য তৈরি করে, সেগুলো আপনি https://www.electoralcommission.org.uk/ থেকে দেখতে পারেন।

আমি অন্যান্য নির্দিষ্ট কমিউনিটির জন্য তথ্য ও রিসোর্স কোথায় পেতে পারি?

ডেমোক্রেসি ক্লাসরুম হলো একটি পার্টনারশিপে তৈরি করা রিসোর্স হাব। এখানে টিচার, ইয়ুথ ওয়ার্কার আর যারা এই ধরণের কাজ করেন, তাদের জন্য সহজ ভাষায় লেখা, কোনো দলের পক্ষে না থাকা পলিটিক্যাল লিটারেসি সংক্রান্ত রিসোর্স পাওয়া যায়। LGBT HERO তৈরি করেছে 'ডোন্ট লুজ ইওর ভয়েস' – এটা একটি LGBTQ+ ডেমোক্রেসি হাব। এতে নাগরিকদের আর গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে সাহায্য করার জন্য রিসোর্স আছে, যার মধ্যে ট্রান্স আর নন-বাইনারি ভোটারদের জন্য বিশেষ রিসোর্সও আছে।

জিপসি, রোমা আর ট্রাভেলার কমিউনিটির জন্য রিসোর্স এখানে পাওয়া যাবে: https://www.gypsy-traveller.org/news/fft-publish-voting-resources-for-gypsy-roma-and-traveller-people/ রয়্যাল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ব্লাইন্ড পিপল (RNIB) যারা চোখে কম দেখেন তাদের জন্য গাইডলাইন তৈরি করেছে। এর মধ্যে ভোটকেন্দ্রে কী কী সুবিধা চাওয়া যেতে পারে, সেই তথ্যও আছে: https://www.rnib.org.uk/campaign-with-us/support-a-campaign/voting-and-elections/ ভোটদান ও নির্বাচন: যেসকল বিষয় আপনার জানা জরুরী | RNIB | RNIB

United Response তাদের 'মাই ভয়েস মাই ভোট' (My Voice My Vote) ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে রাজনীতি কীভাবে কাজ করে, ভোট দেওয়া ও আপনার অধিকার নিয়ে সহজ ভাষায় লেখা তথ্য দিয়ে রেখেছে। আপনি এখানে আরও জানতে পারবেন: মাই ভোট মাই ভয়েস

আমার কাকে ভোট দেওয়া উচিত?

GLA কোঅর্ডিনেটেড ভোটার আইডি জনসচেতনতামূলক প্রচারণা আর প্রতি বছরের লন্ডন ভোটার নিবন্ধন সপ্তাহের সাথে জড়িত সব জিনিসপত্র আর কাজকর্ম পুরোপুরি নিরপেক্ষ ও কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নয়। GLA বা শাউট আউট ইউকে, কেউই কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে সমর্থন করে বলে মনে করা যাবে না। তাই, লন্ডনবাসী কীভাবে ভোট দেবেন, সেই ব্যাপারে আমরা কোনো মতামত দিই না।

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করা আর ভোট দিতে পারার জন্য একটি ছবিসহ স্বীকৃত আইডি থাকা নিশ্চিত করার একটি ভালো দিক হলো, আপনার এলাকার বা দেশের সম্ভাব্য প্রতিনিধিদের সম্পর্কে জানা আর আপনি কারা মাধ্যমে আপনার আর আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর প্রতিনিধিত্ব করতে চান, সেটা ঠিক করা। আপনি https://whocanivotefor.co.uk/-এই ঠিকানায় গিয়ে নিজের মতো করে রিসার্চ করে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ভোটদানের বাইরে যেভাবে আপনার মতামত জানাবেন?

ভোট দেওয়া ছাড়াও আরও অনেক উপায়ে আপনি আপনার মতামত জানাতে পারেন:

- পিটিশন শুরু করুন বা স্বাক্ষর করুন: একটি পিটিশন শুরু করতে, এখানে যান: https://petition.parliament.uk
  যদি কোনো পিটিশনে 10,000 স্বাক্ষর জমা হয়, সরকার সে বিষয়ে একটি প্রতিক্রিয়া জানাবে।
- আপনার সংসদ সদস্য (MP) বা স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন: যদি কোনো বিষয় আপনার কাছে খুব জরুরি মনে হয়, আপনি চিঠি লিখে, ইমেইল পাঠিয়ে, অথবা তাদের সাথে সরাসরি দেখা করে আপনার এলাকার MP বা স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আরও জানতে: https://www.parliament.uk/get-involved/contact-an-mp-or-lord/contact-your-mp/ অথবা https://www.gov.uk/find-your-local-councillors-এ ভিজিট করুন
- ভলান্টিয়ারিং করুন: আপনার কাছে যে কারণটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, সেটা খুঁজে বের করুন আর কোনো একটি স্থানীয় সংস্থায় আপনার সময় দিন! দেখুন: https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/volunteering
- সরকারি পরামর্শ কার্যক্রমে অংশ নিন: সরকার বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মতামত জানার জন্য পরামর্শ কার্যক্রম চালাতে পারে। এগুলো অনলাইন সার্ভে, ফোকাস গ্রুপ, সবার জন্য উন্মুক্ত মিটিং বা আরও অনেক ধরণের হতে পারে। যুক্তরাজ্য সরকারের বর্তমান সব পরামর্শ কার্যক্রম দেখতে, এখানে দেখুন: https://www.gov.uk/search/policy-papers-and-consultations
- শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নিন: শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করার অধিকার একটি মানবাধিকার, কিন্তু পৃথিবীর অনেক মানুষ এখনও এই অধিকার পাওয়ার জন্য লড়ছে।
- কমিউনিটি সংগঠনে যোগ দিন: আপনার কাছে যে বিষয়গুলো জরুরি মনে হয়, সেগুলোতে আপনি কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে আর স্থানীয় ক্যাম্পেইনে যোগ দিতে পারেন।

মনে রাখবেন, আপনার ভোটই আপনার আওয়াজ আর আপনার আওয়াজ মূল্যবান! #NoVoteNoVoice